International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

Dokra Art of Bankura

-Malay Khan, History Department, Jadavpur University

দেশ বা জাতির কৌলিন্য অভিজাত্যের গরিমা সংস্কৃতি। সংস্কৃতি চর্চায় কোনো দেশ বা জাতি কে আরো উৎকর্ষ দান করে। সংস্কৃতি কাকে বলে? এর উত্তরে বলতে পারি পৃথিবীর সমস্ত এলাকার মানুষের পরিবেশ কেন্দ্রিক বস্তুগত ও ভাবগত সৃষ্টিকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। আমার লোকসংস্কৃতি কি সংস্কৃতি বলতে বোঝায় গ্রামীণ বা লোকায়ত সমাজের অধিকাংশ নিরক্ষর কৃষিভিত্তিক সংহত জনগোষ্ঠীকে বলে। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি হলো মানুষের জীবন-জীবিকা সঞ্জাত সামগ্রিক সার্থক সল।

এবার লোকশিল্প কি ? শিল্প অর্থাৎ প্রিমিটিভ আর্ট থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজ এ বিভিন্ন কাজেই মানুষের তার প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ির আসবাবপত্র গৃহস্থলীর দ্রব্য আচার-অনুষ্ঠান ভৌগোলিক নৈসর্গিক পরিবেশের অনুকূল ধ্যানধারণা তৈরি ব্যবহারিক রূপের অতিরেখে নান্দনিক চেতনার যেসব দ্রব্য আত্মপ্রকাশ করে তাই লোকশিল্প। লোকশিল্প আসলে আদিম শিল্পকলার বিবর্তিত রূপ। লোকশিল্প এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সরলতা প্রথাগত ফ্রম টেকনিক বা সৃষ্টির শৈলীতে রক্ষণশীলতা যা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। এমনই এক শিল্পকলা নিয়ে আমাদের এই আলোচনা যার নাম ডোকরা শিল্প।

ডোকরা শিল্প কি? কি ধরনের শিল্প?

ডোকরা শিল্পধারা হল এক রকমের মোমছাচলোপী ধাতু ঢালাই পদ্ধতি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে আসছে। তবে সবেকি ধাতু ঢালাই পদ্ধতির থেকে ডোকরা পদ্ধতি অনেকটাই আলাদা। সাধারণত 5 থেকে ৪ টি ধাপে এক একটি শিল্পকর্ম শিল্পীর হাতে পরিপূর্ণ রূপ পায়।ডোকরা শিল্প কে ভালোভাবে বুঝতে হলে বা জানতে হলে একটুকু তার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

ডোকরা শিল্পকলার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো শহর ডোকরা শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে । সেখান থেকে পাওয়া বিখ্যাত নর্তকী মূর্তিও নাকি ডোকরাতে তৈরি। ডোকরা শব্দটি এসেছে ডোকরার ডামার উপজাতি থেকে, যারা বিভিন্ন রকম হাতের কাজ করতো।মনে করা হয় প্রধানত মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ে এই শিল্পকলা জনপ্রিয় ছিল। বহু বছর পরে তা ঝাড়খন্ড বিহার পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা য় প্রসারিত হয়। এখন তোর ডোকরা শিল্প পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম বিখ্যাত নাম।চীন ইজিপ্ট, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া এবং মধ্য আমেরিকার আদিম মানব দের " লস্ট ওয়াক্স কাস্টিং" পদ্ধতিতে শিল্পসামগ্রী গড়ে তোলা আমাদের দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও চালু ছিল।পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা শিল্পের মধ্যে বেঁচে আছে এই আদিম শিল্পধারা। কল্পনা বৈচিত্র এবং কারিগরি এই তিনটি এক সঙ্গে এসে মিশেছে গ্রাম বাংলার এই লোকশিল্পে। বহু প্রাচীন এই শিল্পের বিকাশ ভারতে প্রথম ঘটেছিল মধ্যপ্রদেশের বস্তারের জলাকীর্ণ অঞ্চলে। পরে বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিস্তার পায়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, লোহাকানি আর বিহারের রাঁচীর লোহারডিতে ডোকরার কাজ দেখতে পাওয়া যায় । পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায়, বর্ধমানের গুসকরায় মেদিনীপুর ও মালদার গ্রামাঞ্চলে ডোকরা শিল্পের কাজ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা শিল্পের প্রসার ঘটে আজ থৈকে কয়েকশো বছর আগে। মূলতু ঝাড়খন্ডু থেকে এই শিল্প পুরুলিয়া হয়ে রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তের বিভিন্ন জেলায় ছুড়িয়ে পড়েছিল। বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এই জেলাগুলোতেই সাধারণত ডোকরা শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। বাঁকু জৈলার বিকনা, খাতডারলক্ষীসাগর লাদনা, ছাতনা শবুবেড়িয়া এবং বর্ধমানের গুসকরার দুরিয়াপুর ও পুরুলিয়ার নাডিহা ডোকরা শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। বাঁকুড়ার বিকনা ও বর্ধমানের দরিয়াপুরের ডোকরা শিল্পের জগৎ জোড়া প্রসিদ্ধি।

এবার ডোকরা শিল্পীদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনায় আসি। ডোকুরা শিল্পারা ঋতুকেন্দ্রিকু যাযাবর । প্রথমদিকে ডোকরা শিল্পীদের স্থায়ী কোনু বসবাস ছিল না তারা পশ্চিমবঙ্গের কারিগর গোষ্ঠীর মধ্যে পুড়ে। আবার আদিবাসী বা হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণ বা উপজাতীয় শ্রেণীভূক্তও নয় শিকলহীন যাযাবর শিল্পী গোষ্ঠী হল এই ডোকরা শিল্পীরা । বর্তমানে অবশ্য তারা যাযাবর জীবন ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা শিল্পের নাম শুনলেই মনে পড়ে বিশেষ করে বাঁকুড়ার কথা।জাতীয় সড়ক ধরে বাঁকুড়া যাওয়ার পথেই পড়ে বিকনা গ্রাম, যা আজু পরিচিত ডোকরা গ্রাম নামে। রাজ্য সরকার ডোকরা শিল্পীদের জন্য স্থায়ী বসতি আর সমবায় তৈরি করে দিয়েছে এই গ্রামে। এখানকার অধিকাংশ শিল্পীরই পদবি কর্মকার। এদের আদি বুসু | ছিল মধ্যপ্রদেশের বস্তারে। আগে এরা ছিল যুযুবর। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারা তাদের তৈরি জিনিস বিক্রি করে বেড়াতো। এখনকার বিকনা গ্রামের শিল্পীরা প্রায় সাত

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

আট পুরুষ আগে এখানে এসে থাকতে শুরু করে। আগে গ্রামের শেষ প্রান্তে জঙ্গলে এদের ঠাই জুটতো। তখন ডোকরার এত চলও ছিল।

বাঁকুড়া জেলার প্রাণকেন্দ্র বাঁকুড়া শহর। এই শহরের উপকণ্ঠে শিল্পী দের বসবাস।বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।বাঁকুড়ার বাস ডিপো থেকে বাঁকুড়া দুর্গাপুর বা বাঁকুড়া মেজিয়া রুটের হেবির মোড়ে নেমে কিছুটা হাটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় বিকনা গ্রামে শিল্প ডাঙ্গায়। এই শিল্পনগরী গড়ে ওঠার পেছনে একটা ইতিহাস আছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বর্তমানে যে সমস্ত ডোকরা শিল্পীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করেন তাদের আদি বাসস্থান ছোটনাগপুর অঞ্চল বলে মনে করা হয়। ছোটনাগপুরের ধলভূম অঞ্চলে ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেলে পাথরের তৈরি ধাতু ঢালাইয়ের অসংখ্য ভাঙ্গা অংশ উল্লেখযোগ্য।যা থেকে অনেকেই বিশ্বাস করেন আধুনা ডোকরা বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার দিকে সরে এসে বসবাস করতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের কোন এক মহারাজা ময়ূরভঞ্জ এর কয়েক ঘর পরিবারকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন সৌখিন জিনিসপত্র দেবদেবীর মূর্তি তৈরির জন্য। পাকাপাকিভাবে কিছুট পরিবার সেখান থেকেই তাদের শিল্প সামগ্রী তৈরি করতে থাকেন। ময়ূরভঞ্জ থেকে ডোকরা একটি দল উড়িষ্যার সীমা পেরিয়ে মেদিনীপুরের খড়্গপুরের দিকে রওনা হয় খড়্গপুরে কিছুদিন থাকার পর কিছু জন বিষ্ণুপুর অভিমুখে অগ্রসর হয় তারপর তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বাঁকুড়ার চলে আসেন। বাঁকুড়ার ক্ষুরশোল মৌজায় এসে একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দশকে বাঁকুড়ার তৎকালিন শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক পরিমল দাস এর একান্ত প্রচেষ্টায় রামপুরা থেকে বাঁকুড়া তে ডোকরা শিল্পীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বিকনা গ্রামের খাসজমিতে কুরে ঘর তৈরি করে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে এবং তাদের শিল্পসামগ্রী তৈরিতে উৎসাহ দেন।শুধু তাই নয় ডোকরা শিল্প সামগ্রী বিপনণের ব্যবস্থা করেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র ও কুটির

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

শিল্প দপ্তর এর মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার অনুদান দিয়ে ডোকরা শিল্পীদের উপযুক্ত শিল্পকলা ও বসবাসের উপযোগী গৃহের ব্যবস্থা করেন।শুরু হয় বিকনা শিল্পকলার ডাঙ্গা পথ চলা।

বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প ডাঙ্গায় 60 থেকে 65 ঘর পরিবারের বাস কচিকাঁচা মিলিয়ে জনসংখ্যা প্রায় 250 থেকে 270 জন। ছোটনাগপুর অঞ্চলের শিল্পীদের আদি বাসস্থান হলেও তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া খড়গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। এরকমই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ডোকরা পরিবারকে এনে বসানো হয় সরকারি খাস জমিতে দীর্ঘদিন হিন্দু বাঙালির সংস্পর্শে বসবাসের ফলে তারাও বাঙালি হিন্দু তে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে তারা বাঙালি হিন্দু রীতি মেনে পালন করে থাকে।ভাষা তো তাদের বিশেষ পরিবর্তন এসেছে তাদের ভাষায় ছেড়ে তারা মাতৃভাষা বাংলা কে আপন করে নিয়েছে। ১৯৬৫ সালে গঠিত হয় বা স্থাপতি হয় বাঁকুড়া বিকনা হস্তজাত ও কুটির শিল্প কল্যাণ সমিতি। ধীরে ধীরে এই সমিতির ডোকরা শিল্প উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তা স্বল্পমাত্রায় শিথিল হয়ে পড়ে বর্তমানে এই সমিতির সংগ্রহশালা ও প্রতীক্ষালয় সাজিয়ে নবায়ন করা হয়েছে আর বর্তমান সমিতির সভাপতি গোপন কর্মকার সম্পাদিকা গীতা কর্মকার কোষাধ্যক্ষ হরেন্দ্রনাথ রানা বিকনার সমস্ত শিল্পী এর সদস্য।

এরপর আমরা আলোচনা করব তাদের শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে।কি নেই ডোকরা শিল্পীদের ঝুপড়িতে নর-নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তি তেমনি আছে আরও নানা মনীষীদের প্রতিমূর্তি। এছাড়াও আছে নানা ধর্মের নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন শিল্প কর্ম।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

১. আদিবাসী জীবন সম্পর্কিত শিল্পকর্ম:আদিবাসী মা ও ছেলে, নৃত্যরত আদিবাসী নর-নারী তীর- ধনুক হাতে আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিমূর্তি, কর্মরত নর-নারী কলসি হাতে রমনী, চুল বাধার ব্যস্ত নারী, দোতারা হাতে বাউল প্রভৃতি.

২. আদিবাসী গাহনা:খাড়ু,হাঁসুলী, নুপুর, আংটি,নাচের ঘুঙুর, হারের লকেট, এছাড়াও গরুর গলায় ঘন্টি প্রভৃতি।

৩. গৃহস্থলী জিনিসপত্র:শস্য মাপার পাই,কনা,ছটাক, তেলের পোলা ফুলের সাজি, রেকাবি, সিঁদুর কৌটো,আতরদান, ফুলদানি, গয়নার বাক্স পঞ্চ প্রদীপ, প্রদীপ প্রভৃতি।

৪. জীবজন্তুর মূর্তি: হরেক রকমের ঘোড়া, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সিংহ, রকমারি হাতি, বোঙা হাতি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, হরিণ, পেঁচা, ময়ূর, পায়রা, কচ্ছপ, নানান ধরনের মাছ, ব্যাঙ, বান্দর, গরু, সাপ প্রভৃতি।

৫. বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি যেমন দেবী লক্ষ্মী, লক্ষ্মী সাজ, বাগদেবী সরস্বতী, ভগবতী, কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, সুদর্শন, নটরাজ প্রভৃতি দেবদেবী।

৬.বিভিন্ন প্রকার যানবাহন যেমন গরুর গাড়ি বান্দরের টানা রিকশা, পালতোলা নৌকা ইত্যাদি

৭.বিভিন্ন মহাপুরুষের অবতার যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

৮.আধুনিক রমণীদের গয়না যেমন চুড়ি বালা, নেকলেস, মাথার ক্লিপ, কানের দুল, শাড়ি আট ক্লিভ ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত শিল্পসামগ্রী ছাড়াও আধুনা বিক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নান নিত্যনতুন ডোকরা শিল্প শিল্পীরা করে থাকেন। অর্থাৎ শিল্পীর কোন নির্দিষ্ট পরিধি বা গতি নেই লোকশিল্পের শিল্পচেতনা ও ক্রেতাদের রকমারি চাহিদায় ডোকরা শিল্প শিল্পের উৎস।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

চলুন এবার দেখা যাক শিল্পীদের কাঁচামাল ও তৈরি প্রণালী সম্পর্কে।ডোকরা শিল্প তৈরি করার জন্য যে বিশেষ কাঁচামাল গুলি প্রয়োজন তাহলো চটচটে এটেল মাটি, বালি, গোবর জল, ধনো, সরষের তেল, পিচ, মোম এবং ক্ষেত্রে বিশেষ পিতলের সঙ্গে দস্তা এছাড়াও কেরোসিন জ্বালানির কাঠ-কয়লা ঘুটে ইত্যাদি প্রয়োজন।

ডোকরা তৈরির প্রণালী

সাধারণত পাঁচ থেকে আটটি ধাপে একেকটা ডোকরার শিল্পকর্ম শিল্পীর হাতে পরিপূর্ণ রূপ পায়।

১। প্রথমে নদীর পার থেকে এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটি ভালো করে চেলে নিয়ে কাঁকড়-মুক্ত করে নেওয়া হয়। এর সাথে বালি, ঘুঁটে আর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে মণ্ড বানানো হয়। এই মণ্ড দিয়ে মডেল বানিয়ে ভালো করে শুকানো হয়।

২। শুকনো মডেলের ওপর ধুনো মাখিয়ে আর পিতলের তার জড়িয়ে সেটার ওপর মোমের নকশা তৈরি করেন শিল্পীরা। মোমকে নরম করে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে সূক্ষ্ম সুতো তৈরি করেন শিল্পীরা। এই মোমের পুতুল তৈরির ওপরেই নির্ভর করে ডোকরা শিল্পীদের হাতের গুণ। “মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়..." আমরা গানের লড়াইতে হামেশাই গাই, কিন্তু একটা শক্ত ধাতুর পুতুল বা গয়না নাকি মোম দিয়ে নকশা করা হয়, ভাবলেই অদ্ভূত লাগে।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

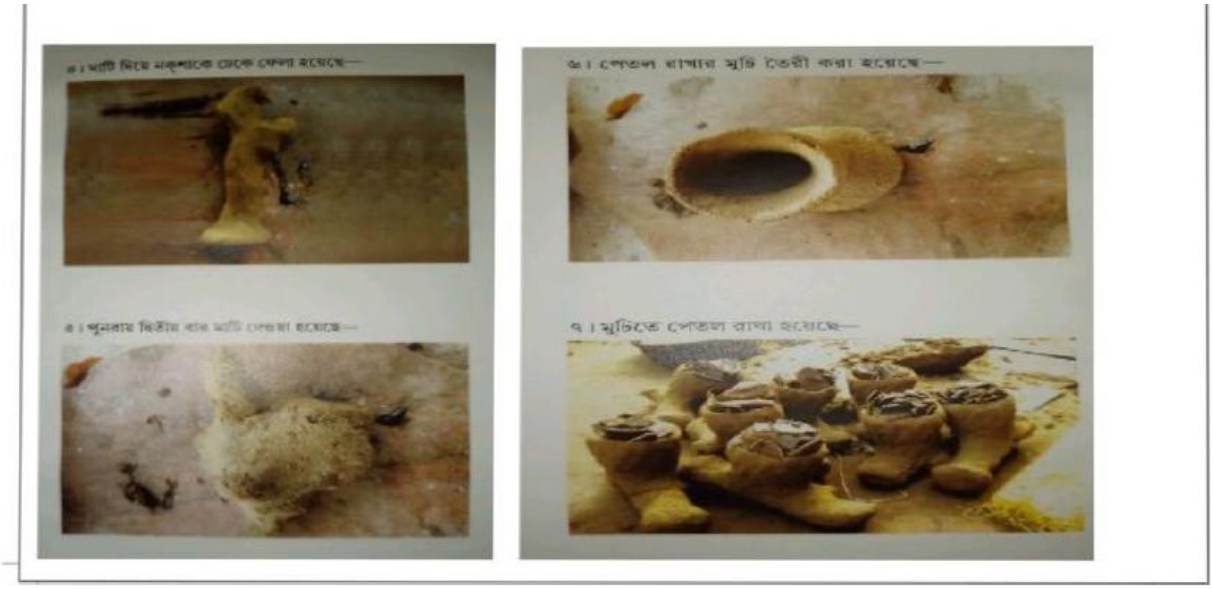

৪। এবারে ওই ফানেলের ভেতরে পিতল বা দস্তার টুকরো ভরে তার ওপর মাটির আস্তরণ দিয়ে আবার শুকিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে মোমের পুতুল সহ ছাঁচটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে থাকে ধাতুর টুকরো ভর্তি ফানেল, আরেক ভাগে মোমের পুতুল। ৫। এবারে একটা উনুনে মোমের পুতুল গলিয়ে দিলেই পড়ে থাকে ফাঁকা ছাঁচ, যার মধ্যে গলে যাওয়া পিতল গিয়ে অপূর্ব শিল্পকর্মের রূপ নেয়। বাইরে থেকে শিখার রঙ দেখে শিল্পীরা বুঝতে পারেন কখন পিতল গলছে। এবারে ওই জ্বলন্ত আগুন থেকে বের করে ঠাণ্ডা করে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিয়ে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করলেই তৈরি চকচকে ডোকরার জিনিস।

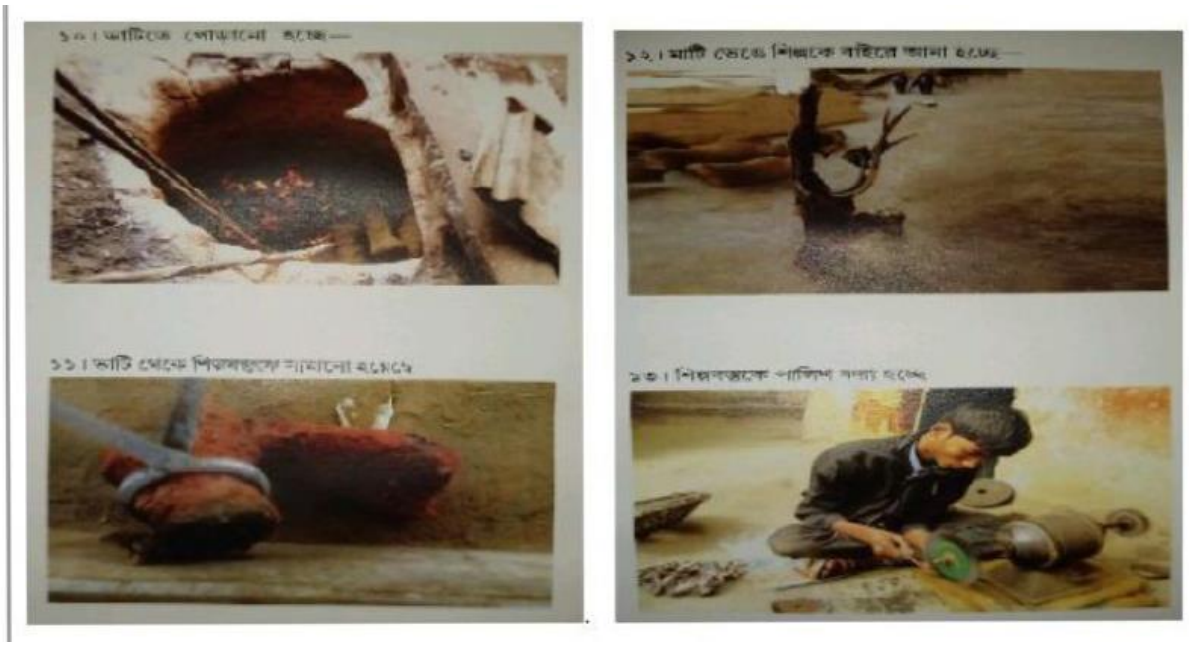

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

ডোকরা শিল্পের সৌন্দর্য কলাকৌশল এর ভিত্তিতে বর্তমানে ডোকরা শিল্প বিশ্ব বিখ্যাত।কিন্তু আজ থেকে প্রায় আট দশ বছর আগে টুকরা শিল্পের অবস্থান তা ছিল না।তখন কোনরকমে ঢুকতে ঢুকতে বেঁচে ছিল ডোকরা ও তার শিল্পীরা।বিক্ষিপ্তভাবে দু'একজন রাজ্য দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের শিল্প নিদর্শনস্বরূপ পুরস্কার পেলও সাধারণ ডোকরা শিল্পীরা ছিলেন সেই জীর্ণ অবস্থায়।দরকার ছিল তৃণমূল স্তর থেকে ডোকরা শিল্পের প্রসার ও প্রচার ।বর্তমান সরকারের লোকশিল্পের নানা কর্মপ্রচেষ্টায় ডোকরা শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সুদৃশ্য ড্রইংরুমে ডোকরা আজ বেশ পরিচিত বস্তু কিন্তু কয়েক বছর আগে এই হাসি হাসি মুখ ছিল আমানিশায় ঢাকা।ডোকরা শিল্প চাহিদা না থাকায় বিগত দিনের শিল্পীরা চরম অর্থকষ্টে এর মধ্যে দিন কাটিয়ে ছিলেন তাঁর এই বাস্তব নিদর্শন মেলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর কথাই " সব কিছু ছাপিয়ে শুধু দারিদ্র"।

লোকশিল্পের আর একটা সমস্যা ছিল মিডল ম্যান ।ডোকরা শিল্পীদের নিরক্ষরতা ও বাজার অর্থনীতির বাস্তববুদ্ধিতে মিডিল ম্যান প্রতিনিয়ত ঠকিয়ে চলত। সাধারণ ডোকরা শিল্পীদের নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যের দাম ঠিক করতে পারতেন না, ফলে শিল্পীদের বেশিরভাগেই মডেল ম্যান এর কাছ থেকে টাকা বা কাঁচামাল নিতো তাই তাদের দামিই শিল্পদ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য থাকতো। ফলে ডোকরা শিল্পীরা অর্থনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিশে যেত।"মঞ্জুষা" নামক সংস্থা ডোকরা শিল্পের শিল্প কিনত কিন্তু টাকা দাঁতে অনেক দেরি হতো। ফলে নগদ টাকা হাতে আসার জন্য শিল্পীদের মিডল ম্যান এর উপরেই ভরসা করতে হতো।

তবে সেদিন আর নেই ।আজ ডোকরা শিল্পের পালে হাওয়া লেগেছে। বর্তমান সরকারের কর্মপ্রচেষ্টায় উন্নয়নে লোকশিল্পের পাশাপাশি ডোকরা শিল্প ও শিল্পী উভয়ই উপকৃত হয়েছে।সরকারী উদ্যোগে এখন সমস্ত জেলা তে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয় আর এই মেলা গুলিতেই টুকরা শিল্পীদের শিল্পকর্ম সহজেই বিক্রি করতে পারছেন বিভিন্ন জায়গায়। হস্তশিল্প মেলা তে ও শিল্পীরা অংশগ্রহণ করছেন শুধু তাই নয় সরকারি উৎসাহে মঞ্জুষা বিশ্ব বাংলার মতো সংস্থার উদ্যোগে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে।

মেলার ছবি হিড়িক লেগেছে এই সরকারের আমলে। কলকাতা বর্তমান সহ অন্যান্য জায়গায় মেলাতেও বিকনার এই ডোকরা শিল্প। বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও তা কিনছে মঞ্জুসার মতো সংস্থা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এখন বিকনার ওই গ্রামে শুরু হয়েছে মেলা।শিল্পীরাও বাজার ধরতে প্রয়োজনের নকশা ও রঙে বৈচিত্র আনছেন ডোকরা শিল্পীরা চিরাচরিত কালচে পিতলের বদলে শিল্পীরা উজ্জ্বল চকচকে রং ব্যবহার করছেন বিশেষত দেবদেবীর মূর্তি গুলিতে।শুধু রং নয় নকশায় নয় অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিতে নানা। দামের সামগ্রী তৈরি করছেন শিল্পীরা। কিন্তু তৈরি প্রক্রিয়া এখনো সেই পুরানো পদ্ধতি রয়ে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জিকা:-

১. বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প ও বিকনা গ্রাম- ড.তুষার কান্তি হালদার

২. বাঁকুড়া পুরুলিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি - ড.শান্তি সিংহ

৩. জেলার নাম বাঁকুড়া - লীলাময় মুখোপাধ্যায়

৪. বাকড়ি কলম - কৃষ্ণ দুলাল চট্টোপাধ্যায়

৫. বাঁকুড়া জেলার বিবরণ - শ্রী রামানুজ কর